ইউনিট ৮

তাসাউফ

ভূমিকা

ইসলামের যেমন একটি বাহ্যিক দিক রয়েছে, তেমনি এর একটি অন্তর্নিহিত দিকও রয়েছে। ইসলামের বাহ্যিক দিককে বলা হয় শরী'আত এবং অভ্যন্তরীণ দিক হচ্ছে তাসাউফ বা সূফিবাদ। তাসাউফ চর্চার উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে সকল প্রকার পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপযোগী করে তোলা। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতের মায়া-মোহ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির সন্ধানই হলো তাসাউফ। আল্লাহ তা'আলার নিগূঢ় রহস্য তালাশ, আত্মার পবিত্রতা এবং মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধনের ওপর ভিত্তি করেই সূফিবাদের উৎপত্তি। সূফিগণ সাদা-সিধা অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন এবং সর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আল্লাহর প্রেমের অনুসন্ধান তথা পরম সত্তাকে জানার প্রয়াসই তাসাউফ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ৫ দিন।

এই ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১ : তাসাউফের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-২ : শরী'আত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৩ : আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা
পাঠ-৪ : সূফিদের জীবনাদর্শ : হাসান বসরি (র), আব্দুল কাদির জিলানি (র)
পাঠ-৫ :সূফিদের জীবনাদর্শ : শেখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র),
খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি, শায়খ আহমাদ সিরহিন্দি (র)

পাঠ -১: তাসাউফের পরিচয় গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি তাসাউফের পরিচয় দিতে পারবেন
- এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইবাদত, আশরাফুল মাখলুকাত, জিন, তাসাউফ, সূফি, সূফিবাদ, আহলে সূফ্ফা।

মানবজীবনের দুটি দিক রয়েছে : একটি বাহ্যিক বা প্রকাশ্য দিক এবং অপরটি আত্মিক বা অপ্রকাশ্য দিক। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে। এর নাম শরী'আত। অপরদিকে মানুষের আত্মিক বা অদৃশ্য দিক নিয়ন্ত্রণের জন্যও নীতি-আদর্শ রয়েছে-এর নাম তাসাউফ।

মানুষের কেবল বাহ্যিক দিক পরিচালিত হবে ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে, আর অন্তর পরিচালিত হবে নিজের ইচ্ছা মাফিক- তা কখনো হতে পারে না। মানুষের অন্তর নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও পরিশোধনের জন্য ইসলামে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এর প্রচলিত নাম হচ্ছে তাসাউফ।

- **তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ :** তাসাউফ (تصوف) শব্দটি (صوف) সুফুন শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। 'সুফ' শব্দের অর্থ পশম বা Wool। সাদাসিধে জীবন যাপনের জন্য সূফিগণ পশমী পোশাক পরিধান করতেন। এ থেকেই 'সূফি' ও তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এ মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য।

মোল্লা জামি বলেন, তাসাউফ শব্দটি সাফা (صفاء) '' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। 'সাফা' শব্দের অর্থ পবিত্রতা।

সামআনীর মতে, তাসাউফ শব্দটি 'বনু সাফা' শব্দ থেকে এসেছে। আত্মার পবিত্রতার জন্য তারাই বেশি অগ্রণী ছিলেন।

কারো মতে তাসউফ শব্দটি الصف الاول (আসসাফফুল আউয়াল) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হলো 'প্রথম সারি'।

আবার কারো কারো মতে তাসাউফ শব্দটি আহলুস সুফ্ফা (اهل الصفة) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আহলুস সুফ্ফা হলো রাসূল (স) এর একদল বিশিষ্ট সাহাবী, যারা আত্মার শুদ্ধি-জ্ঞান অর্জনের জন্য মসজিদে জীবন কাটিয়েছিলেন।

পশ্চিমা পন্ডিতদের মতে- সূফি শব্দটি গ্রিক শব্দ 'সাফি' থেকে এসেছে। সাফিয়া শব্দের অর্থ জ্ঞান। সূফিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে তাদেরকে 'সূফি' বলা হয়। আর তাদের শাস্ত্রকে 'তাসাউফ' বলা হয়।

তাসাউফের পারিভাষিক পরিচয় :

বিভিন্ন সূফি-সাধক ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাসাউফ বা সূফিবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-

ইমাম গাযালি (র) বলেন, 'তাসাউফ এমন এক বিদ্যা যা মানুষকে পাশবিকতা থেকে উন্নীত করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

বিশ্ববিখ্যাত সূফি যুননুন মিসরি (র) বলেন- "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর সব কিছু বর্জন করাই হলো তাসাউফ।"

জুনায়েদ বাগদাদি (র) বলেন- "তাসাউফ হলো জীবন মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া।"

বায়েজিদ বোস্তামি (র) বলেন- "আল্লাহর ইবাদতে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়া এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশে পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট সানন্দে গ্রহণ করার নাম তাসাউফ।

মোটকথা তাসাউফ বা সূফিবাদ হলো অন্তরের বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, পরশ্রিকাতরতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রেম ও নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করা । আর এ চেষ্টা করার সাধনাকেই তাসাউফ বা সূফিবাদ বলা হয়।

যে সব ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা সাধনার মধ্য দিয়ে ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করেন, নিজের পাপের অনুশোচনা করে আত্মাকে পবিত্র করেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেন তাকে সূফি বলা যায়।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আত্মাকে পবিত্রকরণের মাধ্যম ঃ

আত্মাকে পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখার মাধ্যমে জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখল, সে সাফল্য লাভ করল। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করল সে ধ্বংস হয়ে গেল।" (সূরা আশ-শামস৯১:৯-১০)

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"সেই ব্যক্তিই সফল, যে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন করে এবং তার প্রভুর স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" (সূরা আল-আলা- ৮৭:১৪-১৫)

লোভ লালসা কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মানুষকে কলুষিত করে। এতে আত্মা অপবিত্র হয়ে পড়ে। সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, আল্লাহর যিকর ইত্যাদি মানুষের আত্মাকে পবিত্র রাখে। সুতরাং আত্মার শুদ্ধতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল (স) বলেন-

أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ

"সাবধান ! নিশ্চয় মানুষের দেহের মধ্যে একখন্ড গোশত আছে, যখন তা সুস্থ থাকে, তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা দূষিত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেনে রেখো, তা হচ্ছে অন্তকরণ।" (বুখারী ও মুসলিম)

কাজেই সবসময় আত্মাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর তা অর্জন করা যায় তাসাউফের মাধ্যমে।

মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যম

মানবিক সৎ গুণাবলি অর্জন এবং পাশবিকতা দমন করা যায় তাসাউফ অর্জনের মাধ্যমে। কাজেই মানবিক গুণাবলি ও অন্তরের পবিত্রতা আনয়নের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

কল্যাণ লাভের মাধ্যম

শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করার জন্য তাসাউফের চর্চা ও বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন করা প্রয়োজন। তাসাউফের সাধনার মাধ্যমে কল্যাণ লাভের আশা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন- "সে কল্যাণ লাভ করেছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর ধ্বংস হয়েছে সে, যে নিজের আত্মাকে অপবিত্র করেছে।" (আশ্-শাম্স-৯১:৯-১০)

সকল প্রকার মন্দ এক হয়ে অন্তরে মরিচা পড়ে। অন্তরে যাতে কোন ধরনের মরিচা পড়তে না পারে- সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।" (সূরা মুতাফফিফীন- ৮৩:১৪)

সারসংক্ষেপ

তাসাউফ পূত-পবিত্র ও পরিশুদ্ধতা। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ ও পূত-পবিত্র হয়। মানবিক গুণাবলি অর্জন করা সহজ হয়। এর মাধ্যমে মানুষের যোগ্যতা এবং সে গুণাবলি অর্জন করার কৌশল অর্জিত হয় অর্থাৎ যে বিজ্ঞান বা যে শাস্ত্র চর্চা করলে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাকে তাসাউফ বলে। যে বিজ্ঞান বা শাস্ত্র চর্চা করলে মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তা'আলার পরিচয়ের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাকে তাসাউফ বলে। তাসাউফ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকারী এবং তার অনুসারিকে সূফি বলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আলিমগণের সাক্ষাতকার নিয়ে তাসাউফ সম্পর্কে একটি ধারণাপত্র তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. তাসাউফ শব্দটি কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

(ক) সাফা (খ) সাওফ
(গ) শাফি (ঘ) সূফি

২. আহলুস সুফ্ফা কারা ?

(ক) মসজিদে নববীতে ছিল যাদের বসবাস (খ) মক্কাতে যাদের বসবাস
(গ) যারা নিজেদের ঘরে বসবাস করেন (ঘ) যারা শহরে বসবাস করেন

৩. কীভাবে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায় ?

(ক) কবিতা চর্চার মাধ্যমে (গ) মসজিদে যাতায়াত করে
(গ) তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে (ঘ) ওয়ায মাহ্ফিলের মাধ্যমে

৪। "যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত পবিত্র রাখল সে সাফল্য লাভ করল" এটি কার কথা ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স)
(গ) হযরত উমর (রা)-এর (ঘ) হযরত আলী (রা)-এর

জলিল সাহেব একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি নামাযের পর অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীল করেন।

৫। জলিল সাহেবের কর্ম কীসের প্রতি ইঙ্গিত করে ?

i. তাসাউফ ii. মারেফাত iii. আত্মশুদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দিপক,

আদিলুর রহমান সাহেব নিয়মিত সালাত আদায় করেন। কিন্তু তার অন্তরে এখনো হিংসা ও ক্রোধ আছে। মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। তাই তিনি একদিন এক আলিমের নিকট গিয়ে তার অন্তরে এই খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেন। তখন আলিম সাহেব তাকে সর্বদা অন্তরে আল্লাহর স্মরণ করার এবং তাসাউফ (আত্মশুদ্ধির) চর্চার পমরামর্শ দেন।

ক. তাসাউফ কী ? ১
খ.কীভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় ? ২
গ.তাসাউফের জ্ঞান অর্জন কেন প্রয়োজন ? ৩
ঘ. উদ্দিপকের আলোকে তাসাউফের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-২: শরী'আত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- শরী'আত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারেন
- শরী'আত ছাড়া তাসাউফ গ্রহণযোগ্য নয়-তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শরী'আত, তাসাউফ, দিকনির্দেশনা, বৈরাগ্যবাদ, মুরাকাবা, বিদ'আতপন্থী, পীর, মাশায়েখ।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। তাই স্বাভাবিক কারণেই ইসলামের সব বিধি-বিধান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দিক-নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। শরী'আতের সম্পর্ক মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। আর তাসাউফের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে। সুতরাং একটি অপরটির সহায়ক ও পরিপূরক। তাসউফের সাথে শরীআতের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। কাজেই যারা বলার চেষ্টা করেন যে, শরী'আত ও তাসাউফ এক জিনিস নয়, বরং ভিন্ন জিনিস কিংবা যারা বলেন যে, শরী'আতের সাথে তাসাউফের কোন সম্পর্ক নেই- তাদের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন।

তবে এ বিদআতপন্থী তথাকথিত সূফিবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। সুতরাং যারা তাসাউফ মানেন কিন্তু শরী'আত মানার প্রয়োজন বোধ করেন না-এরূপ সূফিবাদকে ইসলাম সমর্থন করে না। কাজেই তথাকথিত যে সব বিদআতপন্থী সূফি ইসলামি শরী'আত তথা সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করবে না, তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। অনুরূপভাবে যারা ইসলামি শরী'আতকে বাদ দিয়ে কেবল মোরাকাবার নামে ধ্যানমগ্ন থাকার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন-সেটাকেও প্রকৃত তাসাউফ বা সূফিবাদ বলা যায় না। তাই স্পষ্ট করেই বলা যায়- শরী'আত ছাড়া তাসাউফ হতে পারে না। শরী'আত ছাড়া তাসাউফ বৈরাগ্যবাদের শামিল। বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। বর্ণিত আছে যে- 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই' ইসলাম বিশ্বাসের ধর্ম, ইসলাম কর্মের ধর্ম। বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় ছাড়া ইসলাম ধর্ম অর্থবহ হয় না। কাজেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম যে তাসাউফের স্বীকৃতি দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও হাদিস সমর্থিত। ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না- ইসলামে এমন তাসাউফের স্থান নেই। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাসাউফ শাস্ত্র ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এখানে শরী'আত ও তাসাউফের সম্পর্কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো-

অভিন্ন উৎস

শরী'আত ও তাসাউফ উভয়েরই উৎস এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেমন শরী'আত দিয়েছেন, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তাসাউফ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য 'শরী'আত' ও সুষ্ঠপথ নির্ধারণ করেছি।" (সূরা মায়িদা-৫ : ৪৮)

শরী'আত ও তাসাউফ পরস্পর সম্পূরক

শরী'আত ও তাসাউফ একে অপরের বিরোধী নয়; বরং সম্পূরক। সেজন্য কেবল শরী'আত পালন করে চললে সবকিছু মানা হয় না; তেমিন শুধু তাসাউফের অনুসরণের মাধ্যমে সফলতা আসবে না। শরী'আত ও তাসাউফ একসাথে পালন করতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পালনের কোন সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইসলামি শরী'আতের অন্যতম বিধান কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই কুরবানী আল্লাহর তা'আলার নিকট কবুল হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের ওপর। আর তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের অপর নাম হলো তাসাউফ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَن يَنَالَ اللَّـهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

(কুরবানী)র পশুর গোশত এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না। বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া (সূরা হজ্জ-২২ : ৩৭) এখানে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি বলতে তাসাউফকেই বুঝানো হয়েছে। কাজেই বলা যায়-শরী'আত ও তাসাউফ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

দেহ ও রূহের সম্পর্ক

দেহের সাথে রূহের যেরূপ সম্পর্ক শরী'আত ও তাসউফের সম্পর্ক তেমনি। একটি অপরটি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইবাদত শরী'আতের অন্যতম বিধান। তাসাউফের যথাযথ অনুশীলন ছাড়া এসব ইবাদত পালন প্রাণহীন জড়বস্তুতে পরিণত হয়। তাই যথার্থভাবেই বলা যায় যে, শরী'আত ও তাসাউফ একটি আপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অবিভাজ্য সম্পর্ক

শরী'আত ও তাসাউফ এর মধ্যে ইসলামের অবিভাজ্য সম্পর্ক। একটি ছাড়া অন্যটি পরিপূর্ণ হয় না। কাজেই উভয়টি এক হওয়ার মধ্য দিয়েই ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইমাম মালিক (র) বলেন-

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ ،

وَمَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ"

"যে ব্যক্তি কেবল তাসাউফ শিখেছে, শরী'আত শেখেনি সে যিন্দিক (ফাসিক); আর যে কেবল শরী'আত শিখেছে তাসাউফ শেখেনি সে ফাসিক (দুর্বৃত্ত)। আর যিনি উভয় শিক্ষা অর্জন করেছেন তিনিই পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।" (মওসু'আতির রাদ্দি আলাস্ সূফিয়্যাহ,পৃ.-২)

নক্ষত্র ও চন্দ্রের মত সম্পর্ক

সূফি সম্রাট আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) বলেছেন, প্রথমে শরী'আত শিক্ষা করো। তারপর তাসাউফের জ্ঞান অর্জনের জন্য সাধনা করো। তাঁর এ বক্তব্য থেকেই তাসাউফ ও শরী'আতের সম্পর্ক কতটা গভীর তা অনুমান করা যায়।

মোটকথা শরী'আত ও তাসাউফ উভয়টি চর্চা করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় শরী'আত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

সারসংক্ষেপ

শরী'আত হচ্ছে ইসলামের বাহ্যিক বিষয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা। আর তাসাউফ হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের দিক-নির্দেশনা। তাসাউফ ও শরী'আতের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। উভয়টিই ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সূফি আকবর এলাহাবাদী বলেন- "যে তাসাউফ শরী'আত বিরোধী, তা অবশ্যই কুফরি ও বাতিলযোগ্য। কেননা শরী'আতে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।"

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষর্থীগণ, "ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই" এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. শরী'আত কী ?

(ক) ইসলামি বিধি বিধান
(খ) কুরবানীর বিধান
(গ) সরল পথ
(ঘ) নামাযের বিধান

২. শরী'আত ও তাসাউফের সম্পর্ক কেমন ?

i. অবিভাজ্য সম্পর্ক ii. দেহ ও রূহের সম্পর্ক

iii. কোন সম্পর্ক নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii

৩। কুরবানীর পশুর গোশত এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না ; বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া"

এটি কার কথা ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূলের (সা)

(গ) হযরত আয়েশার (রা) (ঘ) হযরত ফাতেমার (রা)

৪। শরীআতের সম্পর্ক হলো-

(ক) আত্মার সাথে (খ) প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে

(গ) মানুষের সাথে (ঘ) সমাজের সাথে

উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

কামাল সরদার নিয়মিত নামায আদায় করেন। পাশাপাশি যিকির আদায় করেন।

৫। তাসাউফের সম্পর্ক কীসের সাথে ?

i. মানুষের আত্মার সাথে ii. শরীআত ও সাসাউফ একটি আরেকটির পরিপূরক

iii. উভয়টি এক ও অভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জনাব আরমান সাহেব নিয়মিত সালাত আদায়সহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন করেন। কিন্তু তার চলনে আচার-আচরণে রুঢ়তা পরিলক্ষিত হয়। কথায় কথায় অহংকার প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে আদিল সাহেব ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন করেন। তিনি ভদ্র, বিনয়ী, নিরহংকার ও পরোপকারী। আদিল সাহেব একদিন জুমুআর খুতবা শুনে বুঝতে পারেন আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ইবাদতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আসতে হবে, রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে। ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত হলে চলবে না, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে, তবেই পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যাবে।

ক. শরী'আত কী ? ১

খ. সুফির ৫টি গুণ উল্লেখ করুন ? ২

গ. শরী'আত ও তাসাউফ মানুষকে কী শিক্ষা দেয় ? ৩

ঘ. উদ্দিপকের আলোকে শরী'আত ও তাসাউফ সম্পর্ক বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। খ

পাঠ-৩: আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিক জীবন গঠন করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	তাসাউফ, আদর্শ জীবন, যিকর, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীরুতা, স্রষ্টার সান্নিধ্য।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন, হিংসা বিদ্বেষমুক্ত, মানবকল্যাণধর্মী পরোপকারী জীবন-ই আদর্শ জীবন। স্রষ্টার সান্নিধ্যই কেবল পারে মানুষকে মানবিক করতে। যার অন্তরে আছে স্রষ্টার ভয় ও ভালোবাসা, সেই কেবল পারে একটি আদর্শ জীবন গড়তে। পারে মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে। তাসাউফ এমন একটি বিষয় যা মানুষকে করে আল্লাহভীরু, সৎ, বিনয়ী ও আদর্শবান। সুতরাং আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শরী'আতের জ্ঞানের মতই তাসউফের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যক। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য দিক হলো তাসাউফ। মানবিক বিকাশ লাভ তাসাউফ অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাসাউফের জ্ঞান অর্জন এবং তাসাউফ ভিত্তিক জীবন গঠন অপরিহার্য।

মানুষের পরিশুদ্ধ অন্তর আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহকে হাযির-নাযির জানে। তাই তাসাউফ গুণে গুণান্বিত মানুষ খারাপ ও মন্দ কাজ করতে পারে না।

তাসাউফ চর্চার মধ্য দিয়ে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহকে বুঝা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী হয়ে উঠে। প্রকৃত পক্ষে অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহকে বুঝা যায় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

'সাবধান দেহের মধ্যে গোশতের এমন একটা টুকরা রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহটা সুস্থ থাকে, আর তা দূষিত হয়ে পড়লে সারা দেহটাই দুষিত হয়ে পড়ে। সাবধান তাহলো কলব (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং তাসাউফের গুণ-অর্জন মানব জীবনের জন্য জরুরি।

কল্যাণ লাভের মাধ্যম

তাসাউফের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করা যায়। অন্তর বা রূহের বিশুদ্ধতা অর্জন ছাড়া মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

আল্লাহর নৈকট লাভের মাধ্যম

আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় পদ্ধতিতে ইবাদত পালনের জন্য তাসাউফের প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"তোমরা এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে- যেন আল্লাহকে দেখতে পাও। আর যদি দেখতে না পাও তাহলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখতে পান।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিসের পরিভাষায় একে ইহসান বলা হয়। ইহসান মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। বস্তুত মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখছে কিংবা আল্লাহ মানুষকে দেখছেন। এমন উচ্চ মার্গের অনুভূতি নিয়ে কাজকর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন করলেই তা সুন্দর থেকে আরো সুন্দরতম হতে পারে। সেটাই মানব জীবনে ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

ইহসান পর্যায় উপনীত হওয়ার জন্য মানুষকে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা করতে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে ইলমে তাসাউফ এই ইহসানেরই অপর নাম।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম

নিজের মনকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করার জন্য তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শয়তানের চক্রান্ত এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের মন দুনিয়ার আকর্ষণের প্রতি ধাবিত হয়। আল্লাহর যিকর ও আল্লাহর মুহাব্বত প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তির অন্তর সদা জাগ্রত থাকে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই আত্মার প্রশান্তি।" (সূরা রা'আদ-১৩:২৮)

আত্মশুদ্ধির উপায়

পার্থিব সকল অন্যায়, অসত্য ও আপত্তিকর কাজ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তাসাউফ চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য তাসাউফের ভূমিকা অনেক বেশি। প্রকৃত জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে" (সূরা ফাতির-৩৫:২৮)

আত্মশুদ্ধির উপায় হিসেবে তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। রাসূল (স) বলেন-

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ الله

"প্রতিটি বিষয়েই পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকর। (কানযুল উম্মাল)

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জনের জন্য তাসাউফ চর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

মহামহিম আল্লাহ বলেন-

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ভয় করার মত।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১০২)

তাসাউফের জ্ঞান একজন মানুষকে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। এর মধ্যমে মনুষের মন মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি মানুষকে সফলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

সারসংক্ষেপ

মানবিক গুণাবলি অর্জন ও পাশবিকতা বর্জনের জন্য তাসাউফ চর্চা প্রয়োজন। মানবিক গুণাবলি যেমন তাওবা, তাওয়াক্কুল সবর (ধৈর্য), ইখলাস (নিষ্ঠা), যোহদ, শোকর (কৃতজ্ঞতা) নির্জনে ধ্যান-সাধনা ইত্যাদি আর পাশবিকতা যেমন- লোভ, লালসা, রাগ, হিংসা ইত্যাদি। তাসাউফের জ্ঞান একজন মানুষকে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। কেননা এর মাধ্যমে ব্যক্তির মন-মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব সম্পর্কে যে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয়, তা মানুষকে সৃষ্টির চরম লক্ষে পৌঁছে দেয়। ফলে তার জীবন সার্থক হয়। আমরা প্রকাশ্য গুনাহ ত্যাগ করতে পারি শরিয়তের নিয়ম মেনে। কিন্তু অন্তরের গুনাহ যা দেখা যায় না, তা ত্যাগ করা যায়– আল্লাহর স্মরণ, আত্মদর্শন, আত্ম-সমালোচনা ও অন্তরের ধ্যানের মাধ্যমে। আর সে জন্য তাসাউফের চর্চা প্রয়োজন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, খাঁটি পীর চেনার উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. এমন একটি গোশতের টুকরা দেহে আছে, যা নষ্ট হলে পুরো দেহটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা হলো-

(ক) কলব (খ) যকৃত
(গ) ফুসফুস (ঘ) সিনা

২. কলব পরিষ্কার হয় কীসের মাধ্যমে ?
(ক) অপারেশন করলে (খ) কালোজিরা খেলে
(গ) ঔষধ খেলে (ঘ) আল্লাহর স্মরণে

৩. হৃদয়ে প্রশান্তি আসে কী করলে ?
(ক) চিত্ত বিনোদনে (খ) হাসি-তামাশায়
(গ) আল্লাহ স্মরণে (ঘ) গান-বাজনায়

৪. "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ভয় করার মমো" এটি কার কথা ?
(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স)-এর
(গ) হযরত আবু বকর (রা)-এর (ঘ) হযরত উমর (রা)-এর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
"তোমরা এমন অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে- যেন আল্লাহকে দেখতে পাও।"

৫। কী চর্চার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় ?
(ক) আত্মা (খ) শরীর
(গ) মাথা (ঘ) পা

৬। আত্মশুদ্ধির উপায় হলো-
i. সকল অন্যায় থেকে বিরত থাকা ii. আল্লাহর যিকর করা
iii. আল্লাহকে ভয় করা

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

রফিক মিয়া একজন ক্ষেত মজুর। নামায-রোযার কথা ভাবার সময় তার খুব একটা হয় না। রাত দিন খাটাখাঁটুনিতে সময় চলে যায়। সে মনে করে নামায পড়তে গেলে এক দিকে যেমন সময় নষ্ট হবে, অন্যদিকে নামায শিখতে গেলেও তা সঠিক নিয়মে আদায় হবে না। কখনো কারো নিকট থেকে নামায শিক্ষার তালিম নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একদিন একজন হক্কানি সূফি-দরবেশ তার ভুল শুধরে দিয়ে নামাযের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। কীভাবে নামায সঠিকভাবে পড়তে হবে, তাও দেখিয়ে দিলেন। তার মনের অস্থিরতা প্রশমনের পরামর্শ দিলেন। এখন রফিক মিয়ার মনে স্বস্তি বোধ হয়।

ক. তাসাউফ -এর সংজ্ঞা দিন। ১
খ. শরীআত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক কী? বুঝিয়ে লিখুন। ২
গ. হক্কানি সূফি-দরবেশ কীভাবে রফিক মিয়ার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "ব্যক্তির বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে তাসাউফের জ্ঞানে পারদর্শী সূফির প্রয়োজন" কথাটির যথার্থতা প্রমাণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ -৪: সূফিদের জীবনাদর্শ
হযরত হাসান আল-বসরী (র) ও হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- হযরত হাসান আল-বসরি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুত্তাকী, তাবেঈ, সাহাবি, আল্লাহ প্রেমিক, উম্মুল মু'মিনিন, তাহনিক, আবিদ, আওলাদে রাসূল, গাউসুল আযম।

৪.১ হযরত হাসান আল-বসরী (র)

হযরত হাসান আল-বসরী (র) একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন। আধ্যাত্মিক গুণে বিশেষভাবে গুণান্বিত ছিলেন।

হযরত হাসান আল বসরী (র) ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম আবু সাইদ। পিতার নাম ইয়ামার। মাতার নাম খায়েরাহ, যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার সেবিকা ছিলেন।

হাসান বসরী মায়ের সাহচর্যে বড় হতে থাকেন। হাসান বসরীর জন্মের সময় হযরত উমর (রা) খলিফা ছিলেন। জন্মের পর 'তাহনিক' করার জন্য হযরত উমর (রা) এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁকে তাহনিক করে বলেন, 'বাহ: শিশুটি কি সুন্দর'! খলিফার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর নাম রাখেন 'হাসান'। হাসান শব্দের অর্থ সুন্দর।

হযরত হাসান বসরীর মা খায়েরাহ উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালমা (র) এর সেবিকা ছিলেন। হাসান বসরীকে উম্মে সালামা (র) -এর ঘরে রেখে বিভিন্ন কাজ করতেন। হাসান বসরী যখন ক্ষুধার কারণে কেঁদে ওঠতেন, তখন উম্মে সালামা (র) তাকে কোলে তুলে নিতেন এবং দুধ পান করাতেন।

হযরত হাসান বসরী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত উম্মে সালামার (রা) সাহচর্যে বেড়ে ওঠেন। তারপর তিনি পিতার সাথে বসরায় চলে যান। সেখানেই তিনি বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাঁকে 'বসরী' বলা হয়। শৈশবে তিনি কুরআন হিফয করেন। তিনি অসংখ্য সাহাবির সাহচার্য লাভ করেন। সাহাবায়ে কিরামের নিকট হতে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদিতে দক্ষতা অর্জন করেন। মদীনার বাইরেও তিনি বসরার সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহদের নিকট জ্ঞানার্জন করেন।

হাসান বসরী (র) অনেক সাহাবিসহ হযরত আলী (রা) -এর নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। তাঁদের নিকট থেকে তিনি ইল্‌মে তাসাউফের দীক্ষা লাভ করেন। এভাবে তিনি জ্ঞান ও কর্ম, মহত্ত্ব ও পূর্ণতা, তাকওয়া, খোদাভীরুতা ও আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ইবনে সা'দ (র) লিখছেন-

"হাসান বসরী (র) ছিলেন বহু পূর্ণতার অধিকারী, উচুঁ স্তরের আলিম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারি ব্যক্তি। ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ, পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি নির্মোহ, আবিদ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষী সুদর্শন এক পুরুষ।"

হাসান বসরী সম্পর্কে ইমাম আয-যাহাবী (র) লিখেছেন-

'তিনি মহাজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর ছিলেন। সাহবীদের মধ্যে হতে তিনি হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে মুয়ারিয়া, মাকাল ইবনে ইয়াসার, আবু বাকরা, সামুরা ইবনে জুনদুব, মুগীরা ইবনে শুবা (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেন।

হাসান বসরী সম্পর্কে আল্লামা নবুবী (র) বলেন- তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলিম। কেউ কেউ তাকে সূফি তরিকার তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেন। ইমাম শা'বী বলতেন 'আমি এই দেশে (ইরাকে) অন্য কাউকে তাঁর চেয়ে ভালো পাইনি।"

হযরত কাতাদা (র) মানুষকে এই বলে উপদেশ দিতেন যে- "তোমরা হাসান বসরির অনুসরণ করবে।"

ইমাম আল গাযালি (র) বলেছেন- "মানুষের মধ্যে হাসান আল বসরী (র) ছিলেন কথার দিক দিয়ে নবীদের কথার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি। হিদয়াতের দিক দিয়ে সাহাবিদের অধিক নিকটবর্তী। তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতা ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।"

হযরত হাসান বসরী (র) নিজকে খুবই ছোট মনে করতেন। তিনি সাহাবিদের মতো বিনয়ী জীবন যাপন করতেন। অহেতুক ও বাজে কথা তিনি কখনো বলতেন না। তাঁর যাবতীয় কথা হতো জ্ঞান-মূলক ও উপদেশমূলক। তিনি বিশুদ্ধ সাবলিল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। তিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে কথা বলতেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিভিন্ন অপকর্মের জোরালো প্রতিবাদ করে সাহসকিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

হাসান বসরী বলতেন- "যে ব্যক্তি তার বিনয়ীভাবের জন্য পশমের মোটা পোশাক পরে, আল্লাহ তার দৃষ্টি ও অন্তরের আলো বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে পরে, তাকে খোদাদ্রোহীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" এমনিভাবে বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে লোকদেরকে তিনি সংযত করার পাশাপাশি আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন। হাসান বসরীর (র) চেষ্টায় বসরা, কুফা, বাগদাদ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ইলমে তাসাউফের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এজন্য তাঁকে সূফিবাদের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

তাঁর শিষ্য হিসেবে রাবেয়া বসরী (র), হাবিব আযমিসহ অনেক উঁচু স্তরের অলি ছিলেন। তিনি আবদুল ওয়াজিদ বিন যায়েদ (র) কে খিলাফত প্রদান করেছিলেন।

হাসান বসরী (র) ৮৮ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১১০ হিজরি মোতাবেক ৭২৮ খ্রি. জুমুআর রাতে ইন্তেকাল করেন।

৪.২ হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র)

হযরত আবদুল কাদির জিলানি ৪৭০ হিজরি মোতাবেক ১০৭৭ খ্রি. ইরানের জিলান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁকে জিলানি বলা হয়। তাঁর উপনাম আবু সালেহ, উপাধী মাহবুবে সুবহানি (আল্লাহর প্রিয়), কুতুবে রব্বানি (প্রতি পালকের দলের নেতা)। পিতার নাম আবু সালেহ মুসা, মাতার নাম সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতিমা। আবদুল কাদির জিলানি পিতার দিক দিয়ে হযরত হোসাইন (রা) -এর বংশধর এবং মাতার দিক থকে ইমাম হোসাইন (রা) -এর বংশধর ছিলেন। এজন্য হযরত আবদুল কাদির জিলানিকে 'আওলাদে রসূল' বলে গণ্য করা হয়।

শিক্ষা- দীক্ষা

বাল্যকাল থেকে আবদুল কাদির জিলানি (র) পড়াশুনার প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। অল্প বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মা তাঁর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত পরহেযগার ছিলেন এবং সময় সুযোগ পেলেই কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে সময় কাটাতেন। আবদুল কাদির জিলানি (র) তখন মায়ের কাছে বসে তা শুনতেন। মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই তিনি পাঁচ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন শরীফের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেলেন।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যায়ে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি তাফসির, হাদিস, ফিক্হ, উসূল, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

বয়সের দিক দিয়ে কম হলেও পড়াশুনায় ছিলেন খুবই মনোযোগী। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অনেক কিছু শিখে ফেলেন। আরবি ভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আরবিতে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। বাগদাদে শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি কষ্ট স্বীকার করেন। খেয়ে না খেয়ে তিনি লেখা পড়া করেছেন। এ অদম্য ইচ্ছার কারণেই তিনি জগত বিখ্যাত জ্ঞানী হতে পেরেছিলেন।

গ্রন্থ রচনা

আবদুল কাদির জিলানি (র) শুধু ইলমে শরী'আত ও মারিফাতের পণ্ডিত ছিলেন না ; বরং তিনি কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রণীত কিতাবের মধ্যে রুতুহুল গায়েব, গুনিয়াতুত তালেবিন, ফাতহুর রব্বানী, কাসীদায়ে গাওসিয়া, হিযবু বাশারিল খাইরাত, জালালুল খাতির, আল-মাওয়াহিবুর রহমানিয়া, বাহ্জাতুল আস্রাত।

সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন

আবদুল কাদির জিলানি (র) যখন উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে বাগদান গমন করেন, তখন তাঁর মা তাঁকে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করে দিয়েছিলন। আর মিথ্যা না বলার উপদেশ দিয়েছিলেন। মায়ের উপদেশ তিনি মনে-

প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বাগদাদ যাওয়ার সময় তাঁর কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়েছিল। ডাকাতরা যাত্রীদের সব কিছু লুটে নেয়। অতঃপর ডাকাতরা আবদুল কাদির জিলানির (র) নিকট কিছু আছে কিনা জানত চাইলে তাঁর নিকট ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে বলে জানান। জামার আস্তিনের মধ্যে লুকানো স্বর্ণ-মুদ্রা দেখে ডাকাতরা সত্য কথা বলার কারণ জানতে চাইলেন। আবদুল কাদির জিলানি বললেন, 'আমার মা আমাকে সর্বাবস্থায় সত্যকথা বলা ও মিথ্যা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। একারণেই আমি সত্য বলেছি। ডাকাত দল তাঁর এ সত্যবাদিতা ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যান।

স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলি

আবদুল কাদির জিলানি (র.) সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রমী একজন মহান সাধক ও জ্ঞান তাপস ছিলেন। শৈশব কাল থেকেই তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হতে থাকে। বর্ণিত আছে যে, দুগ্ধ পোষ্য অবস্থায় তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় মাতৃদুগ্ধ পান হতে বিরত থাকতেন। তাঁর মাতা তাঁকে দুগ্ধ পান করাতে গেলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। নিষিদ্ধ ৫ দিন ব্যতীত সারা বছর তিনি রোযা পালন করতেন। এর মধ্য দিয়েই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

আবদুল কাদির জিলানি (র) অত্যন্ত মানব দরদি ছিলেন। গরিব-দুঃখীদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সাহায্য করতেন। তাঁর ছাত্র জীবনে বাগদাদে অনটন দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর নিকট থাকা স্বর্ণমুদ্রা হতে অভাবীদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

আবদুল কাদির জিলানি (র) শরী'আতের জ্ঞানার্জনের পর মারিফাতের (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান লাভের জন্য বাগদাদের বিখ্যাত সূফি-দরবেশগণের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য তিনি ২৫ বছর লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। ৫২১ হিজরির শেষ ভাগে তিনি পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসেন এবং দ্বীন প্রচার শুরু করেন।

কাদিরিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা

আবদুল কাদির জিলানি (র) -এর নামে সূফিদের একটি তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর নাম তরিকায়ে কাদিরিয়া (الطريقة القادرية)। এ তরিকায় ইলমে শরী'আত ও ইলমে তাসাউফে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এ তরিকার ইমাম। আমাদের দেশে তিনি 'বড়পীর' হিসেবে পরিচিত। অনেকে তাঁকে 'গাউসুল আযম'ও (মহান সাহায্যকারী) বলে থাকেন।

ইন্তেকাল

আবদুল কাদির জিলানি ৯০ বৎসর বয়সে ৫৬১ হিজরি সালের ১১ই রবিউস সানি ইন্তেকাল করেন।

সারসংক্ষেপ

ইমাম হাসান বসরী (র) একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ও জ্ঞান সাধক ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক মহামণীষী। তাঁর অবদান যেমন ছিলো ইলমে শরী'আতে, তেমনি ছিলো ইলমে মা'রিফাতে। নির্লোভ-নির্মোহ মানবদরদী ও মানবতার বন্ধু ছিলেন তিনি। আরেকজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন আব্দুল কাদির জিলানি (র)। যিনি ছিলেন শরী'আত ও মা'রিফাতের জ্ঞানের মোহনা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকার নাম কাদিরিয়া তরিকা। তিনি ছিলেন বড় পীর বা মহান শিক্ষক। তিনিও ছিলেন উন্নত মানবিক চরিত্রের অধিকারী মানবতার বন্ধু।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হযরত হাসান বসরীর ও বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর জীবন-দর্শনের ওপর ধারণাপত্র রচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলাম কোন বিষয়টি সমর্থন করে না?

(ক) তাসাউফ (খ) তাযকিয়া (গ) তারবিয়াত (ঘ) বৈরাগ্যবাদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আবুল কালাম সাহেব প্রখ্যাত দীনদার জ্ঞানী। ইসলামি শরী'আতের বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে তাঁর কোন ত্রুটি নেই, ইতোমধ্যে তাকে প্রায়ই দেখা যায় নামাযের পরও দীর্ঘক্ষণ দুনিয়াবি চিন্তা মুক্ত হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

২. আবুল কালাম সাহেবের মাঝে কোন বিষয়টির আভাস পাওয়া যায়?

(ক) বৈরাগ্যবাদের (খ) তাসাউফের (গ) যাদুর (ঘ) শারীরিক দুর্বলতার

৩. তাসাউফের জ্ঞানের জন্য শরণাপন্ন হতে হয়-

i. উস্তাদের ii. হক্কানি মুর্শিদের iii. বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মনোয়ার সাহেব অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষদের জীবনী পড়েছেন। তাঁদের জীবনী পড়ার মধ্য দিয়ে মনোয়ার সাহেবের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে হাসান আল-বসরী তার জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

৪। হাসান আল-বসরী কী ধরণের লোক ছিলেন ?

(ক) তাবেঈ ছিলেন (খ) ব্যবসায়ী ছিলেন (গ) কবি ছিলেন (ঘ) সাহিত্যিক ছিলেন

৫। হাসান আল-বসরীর যেসব গুণ মনোয়ার সাহেবের মনে প্রভাব বিস্তার করে-

i. মুত্তাকী ও আল্লাহ প্রেমিক ii. একটি সুন্দর নামের কারণে

iii. কুরআনে হাফিজ ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

মাজেদ সাহেব একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদাত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির-আযকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। তার ভাই নাসিম বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবনযাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, আমি ব্যস্ত মানুষ সময় পাই না। তাছাড়া একদম রাত জাগতে পারি না।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝেন ? ১

খ. হাসান বসরীর পরিচয় দিন। ২

গ. মাজেদের আচরণ কোন দিকে ইঙ্গিত করে ? তার গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আসাদ সাহেব ও আসগর সাহেব দু'জনই ধর্মীয় ব্যক্তি। তারা তাদের ভক্তদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তবে দু'জনের পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আসাদ তার অনুসারীদেরকে কেবল আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি শরীআতের প্রতিটি বিধান মেনে চলার প্রতি জোর তাগিদ দেন।

ক. কোন মনীষীকে মুজাদ্দিদে আলফে সানি বলা হয় ? ১

খ. আব্দুল কাদির জিলানি (র) -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। ২

গ. আসাদ সাহেবের গৃহীত পদ্ধতি বাস্তাবয়নে করণীয়সমূহ কি কি উল্লেখ করুন ? ৩

ঘ. আসগর সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-৫ : সূফিদের জীবনাদর্শ : হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র); খাজা মুইনউদ্দিন চিশতি (র); শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন;
- হযরত খাজা মুইনউদ্দিন চিশতি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন;
- হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র) এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মারিফত, নকশবন্দ, চিশতি, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, পীর-দরবেশ, তরিকা, ফয়েয ও বরকত, সিলসিলা, মুরশিদ, মুরিদ, আফতাবে হিন্দ, গরিবে নেওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ।

৫.১ হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র)

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নকশাবন্দি (র) ছিলেন নবম হিজরি শতকের একজন মহান সাধক।

তিনি বুখাবার সন্নিকটে 'কাসরে আরেফান' নামক স্থানে ৭১৮ হিজরি সনের মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হযরত জালালুদ্দিন (র) হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নক্শবন্দী (র.) শৈশবকাল হতেই হযরত মুহাম্মদ সামমাসী (র) এর সাহচর্যে আসেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর চরিত্র-আদর্শে আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছিল। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় তাঁর জীবন যাপন ছিল অতি সাদামাটা।

১৮ বছর বয়সে তিনি বাবা মুহাম্মদ সামমাসির নিকট হতে সূফি তরিকার শিক্ষা লাভ করেন। সামমাসির ইন্তেকালের পর বাহাউদ্দিন বুখরায় ফিরে যান। এরপর তিনি নাফাস গমন করে আস-সামমানির বিখ্যাত শিষ্য আমির কুলানের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর আবার বুখারায় ফিরে আসেন এবং আমির কুলানের বিখ্যাত শিষ্য আরিফ আদ্-দাদীক কিরানির নিকট সূফিবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ সাত বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

নকশাবন্দিয়া সিলসিলার তরিকা

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নকশাবন্দি(র) ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী এবং 'নকশাবন্দিয়া' তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম। 'নকশবন্দ' অর্থ চিত্রকর। তিনি নকশা বন্দি তরিকার মাধ্যমে তাঁর মুরিদানদের কলবের মধ্যে আল্লাহ পাকের নকশা বা চিত্র অংকন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তিনি নকশাবন্দি উপাধি লাভ করেন। তা ছাড়া তিনি ও তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণের প্রচেষ্টায় এ সিলসিলার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এজন্যও তাঁকে নকশাবন্দিয়া বলা হয়ে থাকে। তরিকার দিক থেকে তিনি ওয়াস করনির অনুসারী ছিলেন।

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নক্শবন্দী (র) একবার হজ্জ পালনের জন্য গিয়েছিলেন। ঈদুল আযহার দিনে সকল হজ্জ যাত্রী পশু কোরবানি দিলেন। তিনি কোন পশু কোরবানি না দিয়ে বলেন, আমি আজ আমার ছোট ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিলাম। পরে জানা যায় যে, তার সাহেবজাদা ঐ ঈদের দিনই ইন্তেকাল করেছিলেন।

এ মহান সূফি সাধক ৭৯১ হিজরি রবিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখ ইন্তেকাল গমন করেন। তাঁকে কাসবে আরেফানে দাফন করা হয়।

৫.২ হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (র)

হযরত খাজা মুইনউদ্দিন চিশতি (র) ইরানের সানজার নামক গ্রামে ৫৩৭ হিজরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গিয়াসউদ্দিন (র)। মাতার নাম উম্মুল ওয়ারাহ। পিতৃ কুলের দিক দিয়ে তিনি ইমাম হোসাইন (রা) এবং মাতৃকূলের দিক দিয়ে ইমাম হাসান (রা) -এর বংশধর। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিয়া তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করার কারণে তাঁর

নামের শেষে চিশতি শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। চিশতি একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামে তাঁর সপ্তম উর্ধ্বতন পীর খাজা ইসহাক চিশতি (র) বসবাস করতেন। এজন্য তাঁর প্রচারিত তরিকাকে চিশতিয়া তরিকা বলা হয়।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির (র) বাবা একজন আল্লাহ ভক্ত এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার চেষ্টা করতেন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিও বাল্যকালে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহের সাথে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। একজন পরিপূর্ণ মানুষের অতি উন্নত চরিত্রের গুণাবলি ফুটে উঠেছে তাঁর মধ্যে। এজন্য তিনি 'আফতাবে হিন্দ'(ভারতের সূর্য) 'সুলতানুল হিন্দ' (ভারতের আধ্যাত্মিক বাদশাহ) এবং 'গরীবে নেওয়াজ' (গরিব দরদী) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র) এর বয়স যখন সাত বছরে উপনীত হয়েছিলেন, তখন হতেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করতেন। শুধু নামায আদায় করেই ক্ষান্ত হতেন না, এ শিশু বয়সে তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন ও যিকিরের মজলিসে যোগ দিতেন। কথিত আছে যে, তিনি যখন নয় বছর বয়সে উপনীত হন, তখন তিনি অর্থসহ কুরআন শরীফ হিফয করেন। এরপর তিনি তাফসির, হাদিস, ফিক্হ ও ইল্মে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করেন।

১৫ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এর কিছু দিন পর তাঁর মাও ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তিনি বুখারা গমন করেন এবং মাওলানা শরফুদ্দীন ও মাওলানা হাসান উদ্দিনের শীষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২২ বছর বয়সে তিনি বুখারা ত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) -এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আবদুল কাদির জিলানি (র) তাঁকে শরী'আত, মারিফত, তরিকত ও হাকিকতের বাতিনী ইল্ম শিক্ষা প্রদান করেন। অলী-দরবেশগণের সাহচার্য লাভের জন্য তিনি সিরিয়া, কিরমান, হামাদান, তাবরিজ, আস্তারাবাদ, আরাকান, হিরাত, বলখ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি মক্কা ও মদীনা ভ্রমণ করেন।

বিখ্যাত অলী ও পীর হযরত উসমান হারূনী (র.) -এর নির্দেশনায় সর্বশেষে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে তখন অত্যাচারী শাসকদের শাসন চলছিল। তাই দ্বীন প্রচারের শপথ নিয়ে তিনি প্রথমেই দিল্লিতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি আজমির শরীফ গমন করেন। সেখানে তিনি মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হিদায়াতি বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে।

কিন্তু সেখানকার হিন্দুরাজ রাজ্য হারানোর ভয়ে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির কারামতের কাছে রাষ্ট্রপক্ষের কোন কৌশলই সফল হয়নি। বরং দিনদিন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির প্রচেষ্টায় ভারত বর্ষে কিছু দিনের মধ্য ৯০ লক্ষাধিক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং লাখ লাখ লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।

তাঁর রচিত উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে (১) আনীসুল আরওয়াহ (২) গাঞ্জুল আসরার (৩) হাদিসুল মাআরিফ (৪) রিসালায়ে অযুদিয়া (৫) দিওয়ানে খাজা (৬) রিসালায়ে দর কাসবে লাফুস ইত্যাদি।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রা) ছিলেন উত্তম চরিত্রগুণে গুণান্বিত। গরিব-দুঃখীদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অসহায়, আশ্রয়হীন ও দরিদ্র মানুষ তাঁর দরবারে অবস্থান করত। লক্ষ লক্ষ অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা কোন যুদ্ধের ফলে নয় ; বরং তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে।

এই মহান অলী হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র) ৬৩৩ হি: (১১৩৬ খ্রি) ইন্তেকাল করেন। ভারতের আজমিরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৫.৩ হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দি (র)

হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দি (র.) ছিলেন এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম, বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা, বিশ্ববিখ্যাত সংস্কারক ও সাধক। তাঁর নিষ্ঠা, সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

তাঁর প্রকৃত নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন। পিতার নাম শাইখ আহমদ আহাদ। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) -এর ২৮তম অধস্তন বংশধর ছিলেন। ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব এলাকার সিরহিন্দ নামক স্থানে ১৪ শাওয়াল ৯৭১ হিজরি মোতাবেক ২৬ মে ১৫৬৪ খ্রি. শুক্রবার দিন তিনি জন্ম লাভ করেন।

শিশু বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। তাঁর পিতা একজন বিখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন। পিতার কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর স্থানীয় মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১০ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য

কানপুর গমন করেন। তিনি সেখানে দশ বছর অবস্থান করে বিখ্যাত আলিমগণের নিকট হতে কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিক্‌হ, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কানপুর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু আসতে থাকে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে (১) মায়ারিফ-ই-লাদ্দুনিয়্যা (২) রিসালা-ই-মাবদা ওয়া মাআদ (৩) মুকাশিফাত-ই-গায়রিয়া (৪) শরহি রুবাইয়াত (৫) রিসালায়ে রদ্দে রাওয়াফিয (৬) মাকতুবাত শরীফ ইত্যাদি।

ধর্মীয় সংস্কার সাধন

তাঁর সময়ে উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শিরক, বিদআত ও নানারূপ কুসংস্কারের প্রচলন ঘটেছিল। তখন মুসলিম শাসকগণ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে দেশ চালাতেন। তারা দেশে ইসলাম পরিপন্থী নানা রূপ রীতিনীতি চালু করেছিলেন। শায়খ আহমদ সিরহিন্দি এসব দেখে চুপচাপ বসে থাকতে পারেন নি। তিনি দেশে প্রচলিত কুসংস্কারের অসারতা প্রমাণ করে প্রকৃত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এ ভূখণ্ডে প্রকৃত ইসলাম স্থায়িত্ব লাভ করে।

সে সময় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ মোটেও সহজ ছিল না। সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রচারিত দ্বীন-ই-ইলাহির বিরোধিতা করায় দীর্ঘদিন তাঁকে কারাগারে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এত নির্যাতনের মধ্যেও তিনি থেমে যাননি। বরং তিনি সংস্কারমূলক কাজ চালিয়ে যান। তখন গোয়ালিয়রের কারাগারে যত বন্দী রাখা ছিল তারা সবাই শাইখ আহমদ সিরহিন্দির ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে কারাগারে থাকতেই ইসলামের এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হলো।

আধ্যাত্মিক সাধনা

শাইখ আহমদ সিরহিন্দির ছিলেন মূলত একজন সংগ্রামী সমাজ সংস্কারক। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। পাশাপাশি তিনি আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। শরী'আতের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তাঁর পিতার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দিল্লির বিখ্যাত পীর হযরত বাকী বিল্লাহর নিকট মুরিদ হন। তিনি তাঁর তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি খাদেমদেরকে বলেন, "তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করেছ। শুধু আজকের রাতটা আরও একটু কষ্ট স্বীকার কর। এরপর হয়ত আর করতে হবে না।" শেষ রাতে উঠে উযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে বিছানায় বসেই বলেন, "এটাই আমার শেষ তাহাজ্জুদের নামায পড়া হলো ; হয়তো আর জীবনে কখনো ঘটবে না।" সেদিন ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করে মোরাকাবা-মোশাহাদায় বসলেন এবং জীবনের শেষ নামায সেদিনই পড়েছিলেন।

ইন্তেকাল

বাংলাদেশ-পাক-ভারতের একজন সাধক, সংস্কারক ও সংগ্রামী আলিম ৬৩ বছর বয়সে ২৮ সফল ১০৩৪ হিজরি মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৬২৪ খ্রি. বুধবার সিরহিন্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশ এক মহান সাধক হারালো।

সারসংক্ষেপ

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র) ছিলেন নবম হিজরি শতকের মুজাদ্দিদ। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী এবং নকশাবন্দিয়া তরিকার ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা।

ইরানের সীস্তান অঞ্চলের সানজার গ্রামে বিশ্ববিখ্যাত কামিল ওলি হযরত মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতি (র) ৫৩৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আফতাবে হিন্দ (ভারত সূর্য), সুলতানুল হিন্দ (ভারতের আধ্যাত্মিক সম্রাট), গরিব নওয়ায (গরিব দরদী) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দি (র) ছিলেন এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতা, বিশ্ববিখ্যাত সংস্কারক, সাধক, আলিম। শাইখ আহমদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক' তাঁর উপাধি।

তাঁরা সবাই ছিলো মানবদরদী, আধ্যাত্মিক সাধক ও ধর্মীয় নেতা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নকশাবন্দিয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকা, মুজাদ্দিদিয়া তরিকা সম্পর্কে তিনটি টীকা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহসিন সাহেব একজন পরহেযগার মানুষ। তিনি আন্তরিকতার সাথে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগি পালন করন। ইসলামি শরীআতের অন্যসব বিধি-বিধানও তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। তাছাড়াও ইদানিং তিনি কিছু কিছু সময় ধ্যান মগ্ন অবস্থায় কাটান। তার প্রতিবেশি রিয়াজ সাহেব বলেন- এসবের দরকার কী ? এর মাধ্যমে তুমি তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছ।

১. তাহসিন সাহেবের কর্মকাণ্ড কীসের শামিল?

(ক) বৈরাগ্যবাদের (খ) সুফিবাদের

(গ) মানসিক অসুস্থতার (ঘ) যাদু মন্ত্রের

২. প্রতিবেশি রিয়াজ সাহেবের মন্তব্য-

i. সুফিবাদের পরিপন্থী ii. অসম্ভব iii. তাসাউফের পরিপন্থী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতি (র) -এর উপাধি-

i. গরিবে নেওয়াজ ii. গাউসুল আযম iii. আফতাবে হিন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. অন্তরকে কলুষিত করে-

i. তাওবা ii. আল্লাহর যিকর iii. কৃপণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক

হযরত শাহজালাল (র) ইয়ামান থেকে বাংলাদেশ আসেন। তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন থেকে আল্লাহর ইবাদত পালন করতেন। অল্পদিনের মধ্যে তার অসংখ্য অনুসারী গড়ে ওঠে। তার ধর্মীয় শিক্ষা পেয়ে হিন্দু আধ্যুষিত সিলেটে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ মুসলিম জনপদে পরিণত হয়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে মহান ব্যক্তি হিসেবে হযরত শাহজালাল (র) -এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ক. কার নাম অনুসারে নকশাবন্দিয়া তরিকা গড়ে উঠে ? ১

খ. নকশাবন্দিয়া তরিকার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র)-এর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. হযরত শাইখ আহমাদ সিরহিন্দি (র) -এর সংস্কার মূলক কাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ